অন্যকথা

# বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফি কমাতে হবে

## শেখ রিফাদ মাহমুদ

দেশের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের একটি আলোচিত বিষয় হলো বিসিএসসহ সব সরকারি চাকরি এবং ব্যাংক, বিমা, আধা-সরকারি (এক্সটেনশন অব দ্য গভর্নমেন্ট) প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকায় নির্ধারণ। এটি শুধু চাকরিপ্রার্থীদের আর্থিক চাপ কমায়নি, দীর্ঘদিনের একটি দাবির বাস্তবায়ন করে সরকার সর্বমহলের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, শিক্ষাক্ষেত্রেও এমন একটি যুগোপযোগী পরিবর্তন কবে আসবে? বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত উচ্চ ফি কমানো এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। এ স্বপ্ন পূরণের পথে অন্যতম বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক সীমাবদ্ধতা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ফি বর্তমানে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার মতো। এটি অনেক শিক্ষার্থীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেন। এর পাশাপাশি যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার খরচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় যোগ করলে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিপুল অঙ্কের অর্থের জোগান দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও অতিরিক্ত ফি'র কারণে অনেক অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন না। প্রতিবছর পত্রিকার পাতায় আমরা এ সংক্রান্ত নানা হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখতে পাই : ভর্তির অর্থ জোগাড় করতে কেউ চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছে, কেউ স্বর্ণ বন্ধক রাখছে, আবার কেউ পরিবারের শেষ সম্পদ গরু-ছাগল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব ঘটনা শুধু আর্থিক সংকট নয়, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরায় এবং পরবর্তীকালে তাদের শিক্ষাজীবন ও ক্যারিয়ারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উদাহরণ ধরলে দেখা যায়, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে যেখানে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি ছিল ৩৫০ টাকা, সেখানে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে তা দাঁড়িয়েছে ১,০৫০ টাকায়। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে এটি বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন ফি থেকে ১৭ কোটি টাকা আয় করেছে। এটি কোনো একক ঘটনা নয়। বছরের পর বছর আবেদন ফি বাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের রাজস্ব বৃদ্ধি করছে। অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সহজলভ্য করা, ব্যবসায়িক লাভ নয়। উচ্চ ভর্তি ফি শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে। ফলে মেধাবী কিন্তু অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার পরিবর্তে ফি বাড়ানোর অজুহাত দেওয়া হয় প্রশাসনিক খরচ ও পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার উন্নতির নামে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমানোর বদলে তাদের ওপর আর্থিক জুলুমের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাকে সবার জন্য সমানভাবে সহজলভ্য করতে হলে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক ও নীতিনির্ধারকদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। তারা যদি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—মেধার বিকাশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেন, তাহলে ভর্তি ফি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব।

**শেখ রিফাদ মাহমুদ :** *এডুকেশন রিলেশন অফিসার, কমনওয়েলথ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন*
shaikhrifadmahmud1@gmail.com